# VIVEKANANDA COLLEGE, THAKURPUKUR
# KOLKATA – 700063

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE

**TOPIC: Means of conflict resolution – Desirelessness**

**COURSE CODE: CC4**

**PAPER: Self Management in the Gita**

**UNIT: Sec B Unit 3**

**SEMESTER: 2nd**

**NAME OF TEACHER: BAISALI DAS**

**NAME OF THE DEPARTMENT: SANSKRIT**

DESIRELESSNESS , আকাঙ্ক্ষাবিহীনতা –

২/৪৮ भगवानुवाच

योगस्थः कुरुकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥

হে ধনঞ্জয়, বিষয়ের প্রতি আসক্তি বর্জন করে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমান বুদ্ধিযুক্ত হয়ে, যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবতীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর, কারণ সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমান জ্ঞানই যোগ নামে কথিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন কর্ম তোমার অধিকার, কর্ম করতেই হবে কিন্তু তা যোগস্থ হয়ে করা উচিত, যোগ শব্দটি এখানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত - সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হল যোগ, সিদ্ধিতে আনন্দ, অসিদ্ধিতে দুঃখ - এগুলি ত্যাগ করে, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করতে হবে, মানুষ কর্ম করবে উদাসীন ভাবে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে নয়।

২/৫৫

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्।
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥

শ্রীভগবান বললেন, হে পার্থ, যখন যোগী মনোগত সকল কামনা পরিত্যাগ করেন, আত্মাতে নিজে তুষ্ট থাকেন, তখন তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

যখন মানুষ নিজের মনের স্থিত কামনা সমূহ সম্পূর্ণ রূপে যে ত্যাগ করে এবং নিজেতেই নিজে সন্তুষ্ট থাকেন, তখন পরমাত্মায় অচল ভাবে স্থিত সেই ব্যক্তিই হলেন স্থিতধী, সেই ব্যক্তি পরমানন্দস্বরূপ আত্মাতেই একং পরিতুষ্ট, যিনি সকল কামনা বাসনা ত্যাগ করেছেন, আর কোন চিত্ত বিক্ষেপ নেই, যিনি নিত্য আত্মানন্দে মগ্ন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, যিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে স্পৃহাশূন্য, আর অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ নিবৃত্ত হয়েছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥

Putting others before Self

३/२५ भगवानुवाच

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् ॥

হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্মে আসক্ত হয়ে যেরূপ তার অনুষ্ঠান করে, সেই রকমই বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত হয়ে অনুষ্ঠান করে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে বলছেন যে, কর্ম করতেই হবে, কর্ম থেকে নিষ্কৃতি নেই, কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে কর্ম অনুষ্ঠান করার ধরন আলাদা হবে। সকাম কর্মে আসক্ত হয়ে অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যে প্রকারে সেই কর্ম সম্পাদন করেন, আসক্তিহীন জ্ঞানী ব্যক্তি ও লোক-কল্যাণ সাধনের ইচ্ছায় অনুরূপ ভাবে সেই একই কর্ম সম্পাদন করেন। এখানে ভগবান নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। কর্মের সৃষ্টি, কর্মফলের সৃষ্টি হয়ে যায়, তাই প্রকৃতি সকলকেই কর্ম করান, জীবের কর্তব্য এই যে সেই কাজ নিষ্কাম ভাবে করে যাওয়া, নিজের কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে উঠে কর্মে ব্রতী হওয়া, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা যেন আমরা ভুলে যাই, কর্মের মাধ্যমেই যেন আমরা এক সর্বাতীত সার্বজনীন সত্তার সহিত একাত্ম হই, ক্ষুদ্র আমি কে ত্যাগ করে বৃহত্তের সহিত পরমাত্মার সহিত একাত্ম হই ॥